যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা 4 কলাম ...

রাবি'র প্রভিডেন্ট ফান্ড তসরুপ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের (পিএফ) ৬ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার কোনও হদিস নাই। ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে পিএফ ফান্ডের একাউন্টে জমা ছিল ১২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্রমবর্ধমান আর্থিক ঘাটতি মোকাবেলায় পিএফ ফান্ড হইতে ৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ঋণ নেয়। এফডিআরসহ এখন পিএফ ফান্ডে জমা অর্থের পরিমাণ মাত্র ৩ কোটি টাকা। প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঋণ হিসাবে লয় নাই বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। গত ২১ জুলাই কতিপয় শিক্ষক উপাচার্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। অবসর গ্রহণকারী শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রভিডেন্ট ফান্ডে তাহাদের প্রাপ্য অংশ পাইতে দিনের পর দিন হয়রানির শিকার হইতেছেন। এই ঘটনা শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা লইয়া ঘটে নাই. দেশের অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানেও একই ঘটনা ঘটিতেছে। শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তাদের জন্য চাকুরির অবসানের পর প্রভিডেন্ট ফান্ডই তাহাদের সারা জীবনের সঞ্চয় বলিয়া বিবেচিত হয়। অথচ কোনও কোনও প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ উহা উত্তোলন করিয়া নিজেদের আর্থিক ঘাটতি মোকাবেলা করিয়া থাকে। এইভাবে অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী-কর্মকর্তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড কিংবা কল্যাণ তহবিলের মোটা অংকের অর্থ লোপাটেরও ঘটনা ঘটিয়া চলিয়াছে। এমনকি সংবাদপত্র জগৎও ইহার ব্যতিক্রম ন- ঢাকা শহর হইতে প্রকাশিত একটি স্বনামধন্য সংবাদপত্রের শ্রমিক-কর্মচারী-সাংবাদিকে পিএফ একাউন্ট হইতেও টাকা লোপাট হইয়া গিয়াছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচা কর্মকর্তাদের কল্যাণ তহবিলের অর্থ একবার তসরুপ হইলে উহা ফেরৎ পাওয়া অত দুরূহ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলিয়াছেন যে. প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ গায়েবে কোনও সুযোগ নাই। কিন্তু তিনি কি এই ব্যাপারে নিশ্চিত? কেননা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপ ঋণ লইয়াছেন ৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা অথচ হদিস মিলিতেছে না ৬ কোটি ৬২ ল টাকার। অবশিষ্ট টাকা কাহারা কেমনভাবে একাউন্ট হইতে উঠাইয়াছে. উহার হদিস তিনি জানেন? ধারণা করা যায় যে তসরুপ হইয়া যাওয়া অর্থ নিয়ম অনুযায়ী তোলা হ নাই।

দুর্নীতি. লোপাট-সংস্কৃতি আমাদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে অহরহ ঘটিয়া চলিয়াছে। বিশে করিয়া শ্রমঘন পেশাজীবীদের কল্যাণ তহবিলের সঞ্চিত অর্থ না দিয়া মালিক. কিং কর্তৃপক্ষ উহা নিজেদের সম্পদ বাড়াইতে গায়েব করিয়া দিতে সিদ্ধহস্ত। বিশেষ করি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয় টাকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিশোধ করা হয় না। এমনকি কর্মচারীদে বেতন-ভাতাদি হইতে কাটিয়া রাখা অংশও জমা দেওয়া হয় না। তহবিলের অর্থ লই এহেন কীর্তি করিতে যাহারা কুণ্ঠিত নয়. তাহারা শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদিও আইনানুগ কাঠামো অনুযায়ী প্রদান করে না. তাহা নিশ্চিত করিয়াই বলা যায়। রাজশা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'হদিস'হীন ৬ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ক্রমবর্ধমান আর্থিক দুর্গা মাথায় লইয়া কেমন করিয়া পরিশোধ করিবেন. তাহা আমাদের মাথায় ঢুকিতেছে না এইদিকে অবসরে যাওয়া শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের তাহাদে অর্জিত অংশ পাইতেছে না. সেই সমস্যা দূর করার কি উদ্যোগ লইবেন উপাচার্য? শে জীবনের জন্য এই সঞ্চয় প্রাপকদের জন্য মহার্ঘস্বরূপ। কেননা. ইহাই তাহাদের সা জীবনের সঞ্চয়। এই সঞ্চয় হইতে তাহাদের বঞ্চিত করা চরম অন্যায় হইবে।